Contents

মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا–

‘আর সেদিন পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই লিখতে ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না’ *(সূরা কাহফ ১৮/৪৯)*।

Contents

ভূমিকা

মুমিনের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হবে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তাঁর বিধান পালনের মাধ্যমে। তার সকল কর্ম সম্পাদিত হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে। যেমনভাবে মুমিনের দিন অতিবাহিত করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রাত্রি অতিবাহিত করার আদব বা শিষ্টাচার ইসলাম বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছে। ঐসব আদব কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে মুমিন প্রতিটি দিন-রাত আল্লাহ্‌র রেযামন্দী ও সন্তোষে অতিবাহিত করে সফলকাম ও কামিয়াব হ'তে পারে। এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুমিনের দিন-রাত অতিবাহিত করার আদব ও আহকাম তথা শিষ্টাচার ও বিধান সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা পড়ে পাঠক অবহিত হ'তে পারবেন যে, দিন-রাত কিভাবে অতিক্রম করতে হয়।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

Contents

প্রথম পর্ব

দিবা ভাগের করণীয়

মানুষের জীবন কিছু দিন-রাতের সমষ্টি। ইহকালীন জীবনের আমলের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। তাই মানুষের দুনিয়াবী জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় অবহেলায় কাটিয়ে দিলে পরকালে বিচার দিবসে হিসাব-নিকাশের বেলায় কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে না, কাঁদার ও কাজ করার প্রকৃত সময় পার্থিব জীবন। পরকালীন জীবন শুধু আল্লাহ্র অফুরন্ত নে'মত উপভোগের কিংবা শাস্তি আস্বাদনের জায়গা। সেখানে কোন আমল করার সুযোগ নেই। তাই ইহকালীন জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করার চেষ্টা করা অতি যরূরী। এখানে মুমিন দিন কিভাবে অতিবাহিত করবে সে বিষয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

দিবসের উপকারিতা

আল্লাহ রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর অসীম ক্ষমতার এক অনন্য নিদর্শন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি রাত-দিনের বিবর্তন করেছেন। দিনের রয়েছে নানা উপকারিতা। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. আল্লাহ দিনকে করেছেন আলোকময়। যাতে দিনের আলোতে মানুষ তার চারপাশের সবকিছু দেখতে পায় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস হ'তে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে। অনুরূপভাবে রাতের অন্ধকারে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দিনের আলোতে তা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারে। আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا– 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিনকে করেছেন আলোকময়' *(মুমিন ৪০/৬১)*।

খ. দিনের বেলায় মানুষ জীবিকা অন্বেষণ ও পরকালীন জীবনের জন্য বিভিন্ন আমল করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا– 'আর

Contents

দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল' *(নাবা ৭৮/১১)*। তিনি আরো বলেন, وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا– 'আর দিবসকে বেরিয়ে পড়ার সময়' *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ– 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তার মধ্যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান' *(রূম ৩০/২৩)*।

দিবসে মুমিনের করণীয়

মুমিন জীবনে দিনের বেলায় বহু কাজ রয়েছে। যা সঠিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে মুমিনের ইহকালীন জীবন হয় সুখময় এবং পরকালীন জীবন হয় কল্যাণময়। মুমিনের দৈনন্দিন কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ইবাদত ও মু'আমালাত।

ক. ইবাদত : মুমিন কি কি ইবাদতের মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করবে, সে বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর করণীয় :

ক. দো'আ পাঠ : ঘুম থেকে উঠে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ، *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)।[১]

খ. পবিত্রতা অর্জন : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ– 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত (পানির) পাত্রে না ঢোকায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করছিল'।[২] এ বিধান কেবল পাত্রস্থ পানিতে হাত প্রবেশ

১. বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।
২. মুসলিম হা/২৭৮; আবুদাউদ হা/১০৫; মিশকাত হা/৩৯১।

করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ট্যাপে, টিউবওয়েলে বা বড় কোন হাউজ ও পুকুরের ক্ষেত্রে নয়। অতঃপর উত্তমরূপে ওযূ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ– 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়'।[৩]

গ. তাহিয়াতুল ওযূ : ওযূ করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ– 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[৫]

এ ছালাতের ফযীলত অত্যধিক। যেমন রাসূল (ছাঃ) একদা ফজর ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে বললেন,

يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ–

'হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন'।[৬]

---

৩. মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪।
৪. নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫; ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৫।
৫. মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাউদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৯।
৬. বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন,

يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا-

‘হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমাকে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের দরুনই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে চল’।[৭]

২. আযান ও আযানের উত্তর দেওয়া :

দিনের বেলায় তিন ওয়াক্ত ছালাত রয়েছে। ছুবহে ছাদিক হ’লে ফজর, দ্বিপ্রহরের পরে সূর্য ঢলে পড়লে যোহর এবং কোন বস্তুর ছায়া একগুণ হ’লে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়।[৮] এ সময় আযান দেওয়া অনেক ছওয়াবের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনগণ লোকেদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে’।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন,الْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ ‘মুওয়াযযিনগণ মুসলমানদের ছালাত ও তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হেফাযতকারী’।[১০] অর্থাৎ ইফতার ও সাহারীর ক্ষেত্রে হেফাযতকারী’।[১১]

---

৭. তিরমিযী হা/৩৬৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০১; মিশকাত হা/১৩২৬।
৮. আবুদাউদ হা/৩৯৪; ইরওয়া ১/২৬৯।
৯. মুসলিম হা/৩৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৭২৫; মিশকাত হা/৬৫৪।
১০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০৩১; ছহীহুল জামে’ হা/৬৬৪৬।
১১. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর; ছহীহুল জামে’ হা/৬৬৪৭।